দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

002

প্রকৌশল ছাত্রীদের হল

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রীহলের উদ্বোধন জাতির শিক্ষাক্ষেত্রে যুগোপযোগী ও শুভমুখী বিবর্তনেরই এক উজ্জ্বল সাক্ষ্য। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা এখন এতই বেড়েছে যে, তাদের থাকার জন্য পূর্ণাঙ্গ একটি হলের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই হল স্ত্রী-শিক্ষায় দেশের অগ্রগতি এবং প্রকৌশল ও কারিগরিবিদ্যার মত তুলনামূলকভাবে কঠিন ও জটিল বিষয়াদি অধ্যয়নের আমাদের মেয়েদের আগ্রহ আর আবশ্যকতার প্রমাণ বহন করছে।

আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার জয়যাত্রার যুগে কারিগরি শিক্ষা প্রসারের উপরই যেকোন জাতির দ্রুত ও সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কেবল পুরুষ নয়, মেয়েদেরও এই শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসতে হয়। জাতির বাঞ্ছিত অর্থ-নৈতিক অগ্রগতি এবং সর্বক্ষেত্রে যথাসাধ্য স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্যই তা দরকার। আমাদের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশ নারী সমাজের মেধা, শক্তি ও উদ্যমের সর্বাধিক সদ্ব্যবহারের স্বার্থেও বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষায় মেয়েদের সংখ্যাবৃদ্ধি একান্ত জরুরী। যুগের চাহিদা পূরণ এবং জাতীয় সমাজ জীবনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের জন্য আমাদের মেয়েরাও এগিয়ে আসছে। একদা ঘরকন্নাই যাদের প্রধানতম কাজ ছিল, যাদের শিক্ষা সীমিত ছিল মূলত মানবিক বিভাগে, তারা আজ ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, পাইলট, বিচারক, প্রশাসক এবং ব্যাংক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী কর্মকর্তা হচ্ছেন এবং পালন করছেন আরও বহু বিচিত্র দায়িত্ব। এই বিবর্তন আমাদের সামাজিক প্রগতির প্রমাণবহ।

জাতীয় জীবনে নারী সমাজের বাঞ্ছিত ভূমিকা পালনের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে যথাযথভাবে গড়ে তোলা দরকার। উচ্চশিক্ষার সবরকম সুযোগ-সুবিধা উন্মুক্ত ও সহজলভ্য হলে নারী সমাজ তাদের গড়ে তুলতে আরও সচেষ্ট ও উদ্যোগী হবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।